৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-০৩

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩ / ৩০ আগস্ট ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা।

শীর্ষোক্ত বিষয়ে এ বিভাগের এসিডি-১ সার্কুলার নং-০২, তারিখ: ০৬ জুলাই ২০২৬ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত সার্কুলারের ১১ এর 'ক' ও 'খ' নং, ১২ এর 'ক' ও 'খ' নং, ১৪ এর 'ঘ' নং এবং ১৬ এর 'ক' নং নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

১। অনুচ্ছেদ ১১. **সুদ/মুনাফার হার:**

ক) এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৩% (তিন শতাংশ) সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সাত শতাংশ)। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে; তবে ৭% এর অধিক হবে না। উক্ত সুদ/মুনাফার হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

২। অনুচ্ছেদ ১২. **ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:**

ক) গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত/প্রকল্প বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ৯(ক) খাতে ০৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮ (আঠারো) মাস এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৩% হারে) বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত/প্রকল্প বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ৯(খ-ঘ) খাতে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৩৬ (ছত্রিশ) মাস এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৩% হারে) বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করবে।

চলমান পাতা -২

২। অনুচ্ছেদ ১৪. **পরিশোধ পদ্ধতি:**

ঘ) এ তহবিলের আওতায় প্রদত্ত অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৭% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

৩। অনুচ্ছেদ ১৬. **অন্যান্য শর্তাবলি:**

ক) পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ৭% সুদ/মুনাফা হারে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংক শাখার অভ্যন্তরে এবং বাইরে (সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) ব্যানার স্থাপন করতে হবে এবং বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এই রেয়াতি ঋণ সুবিধার প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

এতদ্ব্যতীত, উল্লিখিত সার্কুলারের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ই-মেইল: chowdhury.ali@bb.org.bd

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি-১ সার্কুলার লেটার নং-০৪

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩ / ৩০ আগস্ট ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০,০০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

শীর্ষোক্ত বিষয়ে এ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ০৮ জুন ২০২৬ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ০৮ জুন ২০২৬ এর ৮ এর 'ক' ও 'খ' নং, ১০ এর 'খ' নং, ১২ এর 'ঘ' নং এবং ১৪ এর 'ক' নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

১। অনুচ্ছেদ ৮. **সুদ/মুনাফা হার:**

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৩% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৭% (সরল সুদ হারে)। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে; তবে তা ৭% এর অধিক হবে না। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

২। অনুচ্ছেদ ১০. **ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:**

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮(আঠারো) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৩% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

৩। অনুচ্ছেদ ১২. **পরিশোধ পদ্ধতি:**

ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৭% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

চলমান পাতা -২

৪। অনুচ্ছেদ ১৪. **ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচনঃ**

ক) পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৭% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংক শাখার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে (সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

এতদ্ব্যতীত, উল্লিখিত সার্কুলারের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী লিয়াকত আলী)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপিঃ ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ই-মেইলঃ chowdhury.ali@bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

বিআরপিডি-১ সার্কুলার নং-১৬

৩০ আগস্ট ২০২৬
তারিখঃ -----------------
১৫ ভাদ্র ১৪৩৩

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে প্রাক-অর্থায়ন তহবিল গঠন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশে হিমায়িত খাদ্য (Frozen Food) শিল্প বর্তমানে অন্যতম রপ্তানিমুখী খাত। বিশেষ করে হিমায়িত চিংড়ি, মাছ, সবজি এবং রেডি-টু-কুক খাদ্যপণ্যে বিশ্ববাজারে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি প্রবৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ চিংড়ি ও মাছ রপ্তানি হতে প্রাপ্ত হয়। রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দীর্ঘ Cash Conversion Cycle, উচ্চ মজুদ ব্যয়, কোল্ড-চেইন পরিচালনার ব্যয়, এবং স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়ার সীমাবদ্ধতা। প্রয়োজনীয় আর্থিক এবং নীতিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে হিমায়িত চিংড়ি এবং মৎস্য উৎপাদন খাতে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনায়, দেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৳২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি টাকার একটি প্রাক-অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসরণীয় হবে:

২। **শিরোনাম:** রপ্তানিমুখী হিমায়িত খাদ্য খাতে অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রাক-অর্থায়ন তহবিল।

৩। **তহবিলের পরিমাণ ও উৎস:** ৳২,০০০.০০ (দুই হাজার) কোটি; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪। **অংশগ্রহণকারী ব্যাংক:** বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক এ প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রাক-অর্থায়ন গ্রহণে আগ্রহী ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এর সাথে একটি অংশগ্রহণকারী চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

৫। **তহবিল ব্যবস্থাপনা:** এ তহবিলের পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা/মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৬। **তহবিলের মেয়াদ:** তহবিলের মেয়াদ হবে সার্কুলার জারির পর হতে ০৩(তিন) বছর। উক্ত মেয়াদে তহবিলটি আবর্তনযোগ্য (Revolving) হবে।

৭। **খাত:** রপ্তানির উদ্দেশ্যে হিমায়িত চিংড়ি, মৎস্য-মৎস্যজাত পণ্য ও অন্যান্য হিমায়িত খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রপ্তানি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য নিম্নোক্ত খাতসমূহে তহবিলের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে:

(ক) রপ্তানিতব্য পণ্য সংশ্লিষ্ট কৃষকদের মাধ্যমে কৌশলগত ও বাণিজ্যিক চাষ পদ্ধতি-তে উৎপাদন ও সংগ্রহ, কাঁচামাল ক্রয়;

(খ) প্রক্রিয়াজাতকরণের উদ্দেশ্যে নির্মিত কারখানার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (machineries) ক্রয়, আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ;

(গ) হিমায়িত খাদ্যপণ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে স্থাপনা ও হিমাগার (Cold Storage) নির্মাণ;

(ঘ) বন্ধ বা আংশিক সচল মৎস্য এবং অন্যান্য খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা পুনরায় চালুকরণ;

(ঙ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন;

(চ) পরিবেশগত ক্ষতি প্রশমন (যেমন Soil reclamation) ব্যয় নির্বাহ।

৮। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্ত:

(ক) সংশ্লিষ্ট কারখানা স্থাপনে আবশ্যকীয়ভাবে মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য যথাযথ কর্তৃপক্ষ হতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র/অনুমোদন থাকতে হবে;

(খ) চলতি মূলধনের অভাবে সম্পূর্ণ বা আংশিক বন্ধ হিমায়িত খাদ্যপণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এ তহবিলের আওতায় চলতি মূলধন ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(গ) এ নীতিমালায় বর্ণিত কোনো খাতে Export Development Fund (EDF), রপ্তানি সহায়ক প্রাক-অর্থায়ন তহবিল (Export Facilitation Pre-finance Fund (EFPF)), কৃষিভিত্তিক প্রাক/পুনঃঅর্থায়ন তহবিলসহ বাংলাদেশ ব্যাংক বা সরকার হতে যেকোনো তহবিলের আওতায় কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয় বা বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণ সুবিধা চলমান থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আলোচ্য তহবিল হতে একই খাতে ঋণসুবিধা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না;

(ঘ) ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে ঋণ চাহিদার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঝুঁকি বিবেচনাকরত প্রাপ্যতার সীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

(ঙ) ব্যাংক কোম্পানী আইন ১৯৯১ অনুসারে খেলাপী হিসেবে চিহ্নিত ঋণগ্রহীতা বা ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় ঋণসুবিধা প্রদান করা যাবে না।

৯। ঋণ/বিনিয়োগের প্রকৃতি ও মেয়াদ:

(ক) মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ:

(১) সম্পূর্ণ নতুন কারখানা স্থাপনে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ৭(সাত) বছর (১ বছর + ৬ বছর) মেয়াদে ঋণ বিতরণ করা যাবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এ মেয়াদী ঋণ পরিশোধিত হবে;

(২) বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক সর্বোচ্চ ১(এক) বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) বছর (১ বছর + ৪ বছর) মেয়াদে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। মাসিক/ত্রৈমাসিক কিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধিত হবে;

(৩) উল্লিখিত গ্রেস পিরিয়ডের আরোপিত সুদ সম্পূর্ণ গ্রেস পিরিয়ড সমাপণান্তে ঋণের কিস্তির সাথে পরিশোধ্য হবে।

(খ) চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ: ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় ১(এক) বছর মেয়াদে চলতি মূলধন ঋণ প্রদান করতে পারবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক প্রচলিত নিয়মানুসারে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করবে এবং ব্যবসায়িক লেনদেন সন্তোষজনক হলে তা নবায়ন (সর্বোচ্চ ০১ বার) করতে পারবে। তবে, নবায়নের মাধ্যমে কোনো গ্রাহক সর্বোচ্চ ০২(দুই) বছর এ তহবিলের আওতায় ঘোষিত সুবিধা প্রাপ্ত হবে।

১০। ঋণের পরিমাণ:

(ক) এ তহবিলের আওতায় একজন ঋণগ্রহীতার ঋণ-মূলধন অনুপাত হবে সর্বোচ্চ ৭০ ঃ ৩০;

(খ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে হিমায়িত খাদ্যপণ্য উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারখানার সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমে এ তহবিলের আওতায় মোট সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) কোটি টাকা প্রকল্প মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

(গ) হিমায়িত খাদ্যপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য সম্পূর্ণ নতুন কারখানা নির্মাণ খাতে এ তহবিলের আওতায় সর্বোচ্চ ৩০(ত্রিশ) কোটি টাকা মেয়াদী ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে;

(ঘ) প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে সোলার প্যানেল ক্রয় ও স্থাপন বাবদ অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) কোটি টাকা অথবা মূল প্রকল্প ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থের ৩০% (যেটি কম) পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে;

(ঙ) এ তহবিলের আওতায় কাঁচামাল ক্রয় বা কৌশলগত ও বাণিজ্যিক চাষ পদ্ধতি-তে উৎপাদন/সংগ্রহ, বেতন-ভাতা প্রদান, ইউটিলিটি বিল প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে চলতি মূলধন ঋণসুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক টার্নওভার বিবেচনায় ব্যাংক কর্তৃক সীমা নির্ধারিত হবে। নতুন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রক্ষেপিত টার্নওভার (Projected Turnover) বিবেচনা করতে হবে। তবে কোনক্রমেই উক্ত সীমা ২০(বিশ) কোটি টাকার অধিক হবে না;

(চ) এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক বা গোষ্ঠীর ঋণসুবিধার সর্বোচ্চ সীমা (Single Borrower Exposure Limit) সংক্রান্ত নীতিমালা যথারীতি অনুসরণীয় হবে।

১১। তহবিলের সুদ হার ঃ

(ক) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ হার হবে সর্বোচ্চ ৭%;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না;

(গ) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের বিপরীতে ৪% হারে সুদ প্রদান করতে হবে।

১২। ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ পদ্ধতি:

(ক) গ্রাহকের প্রয়োজন ও যোগ্যতা বিবেচনায় বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরি করতে হবে;

(খ) মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণপূর্বক বিভিন্ন কিস্তিতে ব্যাংক মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিতরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে, কিস্তির পরিমাণ ন্যূনতম ০৩(তিন) টি হতে হবে;

(গ) ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদেয় মেয়াদী ঋণের কিস্তির অনুরূপভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রাক-অর্থায়ন করা হবে।

১৩। তহবিল প্রাপ্যতা: বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন সাপেক্ষে ব্যাংক তার নিজস্ব নীতিমালার আওতায় কোনো গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। তবে, এ তহবিলের আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণটি আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নীতিমালায় বর্ণিত সুদহার ও মেয়াদ প্রযোজ্য হবে মর্মে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে প্রদত্ত মঞ্জুরিপত্রের শর্তে উল্লেখ করতে হবে। তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল পরিচালনাকারী বিভাগ হতে তহবিলের প্রাপ্যতার (availability) বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। গ্রাহকের অনকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর ব্যাংক এ তহবিলের আওতায় প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রাক-অর্থায়ন প্রদানের পর ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করবে।

১৪। প্রাক-অর্থায়ন আবেদনের পদ্ধতি:

(ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর প্রাক-অর্থায়ন সুবিধার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে পরিচালক, কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন করতে পারবে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি যাচাই সাপেক্ষে প্রাক-অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাবে ক্রেডিট করা হবে;

(গ) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত দলিল/তথ্যাদি দাখিল করতে হবে:

১) ঋণ প্রস্তাব ও এতদ্সংক্রান্ত দলিলাদি (ডিউ ডিলিজেন্স সংক্রান্ত দলিলাদি যেমন: বোর্ড/ইসির স্মারক, উদ্ধৃতিপত্র, কার্যবিবরণী, ক্রেডিট কমিটির রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের সমর্থনে দলিলাদি);

২) ঋণ মঞ্জুরিপত্র (সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সম্মতির প্রমাণসহ);

৩) সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সর্বশেষ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

৪) গ্রাহকের হালনাগাদ সিআইবি রিপোর্ট;

৫) সংশ্লিষ্ট খাতে উৎপাদন/কারখানা পরিচালনার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের ইস্যুকৃত প্রয়োজনীয় অনুমোদন/ছাড়পত্র/অনাপত্তি ইত্যাদি দলিলাদি ব্যাংক কর্তৃক নিয়মমাফিক পরীক্ষা ও যাচাই করা হয়েছে মর্মে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র;

৬) প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদনকৃত অর্থ নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট));

৭) সংশ্লিষ্ট ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণসূচী ও পরিশোধসূচী (repayment schedule); এবং

৮) কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক যাচিত অন্য যে কোনো প্রয়োজনীয় দলিল/প্রমাণক।

(ঘ) প্রাক-অর্থায়নের আবেদনপত্র ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট সংযোজনীসমূহ অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী বা তাঁর কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল/প্রেরণ করা যাবে। তবে, প্রথমবার মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে দাখিল করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নমুনা স্বাক্ষরসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্তৃক একটি অথরাইজেশন লেটার প্রেরণ করতে হবে।

১৫। **প্রাক-অর্থায়নের জন্য আবেদন দাখিলের সময়সীমা:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুরির পর ১৫(পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। তহবিলের আওতায় চলতি মূলধন ঋণের নবায়নের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণের ন্যূনতম ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে।

১৬। **আদায়:**

(ক) প্রাক-অর্থায়ন বাবদ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাবে প্রদানের পর নির্ধারিত তারিখ হতে গ্রেস পিরিয়ড হিসাবায়নকরত তা সমাপণান্তে সুদসহ উক্ত হিসাব হতে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কর্তন করা হবে। তহবিলের প্রাপ্যতা বিষয়ক আবেদনের সাথে সংযুক্ত পরিশোধসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রেস পিরিয়ড বিবেচনায় উক্ত তারিখ নির্ধারিত হবে;

(খ) চলতি মূলধন ঋণের ক্ষেত্রে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে সুদ আদায় করা হবে এবং মেয়াদান্তে অবশিষ্ট সুদসহ সমুদয় অর্থ আদায় করা হবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকসমূহের ওপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

(ঘ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুদসহ প্রাক-অর্থায়নকৃত অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলনের মাধ্যমে আদায়/সমন্বয় করা না গেলে যে সময়ের জন্য ব্যর্থ হবে উক্ত সময়ের জন্য ব্যাংক কর্তৃক অতিরিক্ত ২% সুদ প্রদেয় হবে।

১৭। **তদারকি:**

(ক) ঋণ বিষয়ক যাবতীয় ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বহন করতে হবে এবং সরকারের শিল্প, উৎপাদন, রপ্তানি, পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত নীতিমালা পরিপালনের বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে;

(খ) যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হলে তা বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) আলোচ্য প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ব্যাংক কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কারখানা/কার্যালয় পরিদর্শন করত পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে;

(ঘ) অর্থায়ন সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সময় সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে;

(ঙ) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজন মনে করলে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রাক-অর্থায়নের পূর্বে বা পরে যে কোনো সময় এ কর্মসূচীর আওতায় ব্যাংক শাখা এবং ঋণগ্রহীতার কারখানা/অফিস-এ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;

(চ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরেজমিনে যাচাইয়ের নিমিত্ত তহবিলের আওতায় প্রাক-অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কাগজপত্রাদি ব্যাংক শাখায় যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;

(ছ) তহবিলের মেয়াদকালে বা পরবর্তীতে যে কোনো সময় বিতরণকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে উদঘাটিত হলে বা এ নীতিমালায় বর্ণিত কোন শর্ত লঙ্ঘিত হলে পুনঃঅর্থায়ন বাবদ প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের চলতি হিসাব হতে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে প্রদত্ত হার+২% হার সুদে এককালীন কর্তন করা হবে।

১৮। **রিপোর্টিং/প্রতিবেদন দাখিল:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তাঁর মনোনীত কর্মকর্তার স্বাক্ষরে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে উক্ত বিভাগে দাখিল করতে হবে।

১৯। **অন্যান্য শর্তাদি:**

(ক) এ তহবিলের আওতায় গৃহীত চলতি মূলধন ঋণ হিসাবের স্থিতি মঞ্জুরিকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করতে পারবে না। তবে সুদারোপসহ অন্য কোনো কারনে তা মঞ্জুরীকৃত ঋণসীমা অতিক্রম করলে প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী ১০(দশ) দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধ/সমন্বয় করবে। অন্যথায় সীমাতিরিক্ত ঋণদায়ের উপর ব্যাংক প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করতে পারবে এবং তা তহবিলের আওতায় দায় হিসেবে বিবেচিত হবে না;

(খ) প্রাক-অর্থায়ন সুবিধার আওতায় কোনো গ্রাহক ঋণ গ্রহণ করলে উক্ত গ্রাহকের যাবতীয় লেনদেন আবশ্যিকভাবে ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকে Escrow Account/Revenue Account এর মাধ্যমে সম্পাদিত হতে হবে। প্রকল্প ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে প্রকল্পের আয় হিসাব খোলার বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ১৮ জানুয়ারি ২০২৪ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(গ) এ তহবিলের আওতায় গৃহীত ঋণ দিয়ে বিদ্যমান কোনো ঋণ হিসাব সমন্বয়/পরিশোধ করা যাবে না;

(ঘ) ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ সুবিধা মঞ্জুরি/বিতরণ, প্রয়োজনীয় জামানত গ্রহণ, ঋণ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার ও ঋণ বিতরণ পরবর্তী তদারকির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনাসহ বিদ্যমান অন্যান্য আইনকানুন ও বিধি-বিধান অনুসরন করবে;

(ঙ) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে যে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে সে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একজন প্রতিনিধি অথবা প্রয়োজনে যেকোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ব্যাংক নিয়োজিত করতে পারবে। উক্ত তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে এ বিষয়ে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের লিখিত সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

২০। **বিশেষ শর্তাবলী:**

(ক) এ তহবিলের আওতায় সুবিধাভোগী প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ চাহিদার ন্যূনতম ১৫ শতাংশ সৌর-বিদ্যুৎ উৎস হতে আহরণের জন্য পরবর্তী ০২(দুই) বছরের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(খ) আলোচ্য খাতে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী/শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি নিরসন নিশ্চিতকল্পে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে; এবং

(গ) বিশেষ শর্তাবলী পরিপালনে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে এ তহবিলের আওতায় বা বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কোনো তহবিলের আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে না।

২১। **ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা:** ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না

করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করবে। এক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক নির্ধারিত প্রাক-অর্থায়ন পদ্ধতিতে তহবিল হতে অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করা যাবে।

২২। এ সার্কুলারে বর্ণিত তহবিল সংক্রান্ত নির্দেশনা সময় সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/পরিমার্জন করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

২৩। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)
পরিচালক (বিআরপিডি-১)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১
(নীতি শাখা)

দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ৳১০০০ (এক হাজার) কোটি প্রাক-অর্থায়ন ঋণ মঞ্জুরী প্রসঙ্গে

বিবেচ্যপত্রঃ উপর্যুক্ত বিষয়ে সচিব বিভাগ হতে প্রেরিত গত ০৯ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের বিশেষ সভার কার্যবিবরণী স্মারক নং-বিডি-বিশেষ(২০২৬-০৫)/৬৪ এর উদ্ধৃতিপত্র এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের সূত্র নং-৫৩.১৭.০০০০.১২০.০২.০৫৭.২৪-৯২৪ অনুগ্রহপূর্বক দেখা যেতে পারে।

২। প্রসঙ্গত, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত 'মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী'র আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, শিক্ষিত/অর্ধ শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবতিদের মাঝে ঋণ বিতরণের জন্য ১০(দশ) বছর মেয়াদে ৳৩০০০(তিন হাজার) কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের জন্য ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৩। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ০৯ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের বিশেষ সভায় কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের নিমিত্ত ৳১,০০০(এক হাজার) কোটি টাকার প্রাক-অর্থায়ন (Pre-finance) তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিল হতে ব্যাংকটিকে ৪% সুদহারে ১০(দশ) বছর মেয়াদে ০৫(পাঁচ)টি সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি ৳২০০ কোটি) ঋণ বিতরণ বিষয়ে স্মারক উপস্থাপন করা হয়। এ সভায় স্মারকটির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়,

ক) ডেপুটি গভর্নর-৪ এর ০৮ জুন ২০২৬ তারিখের স্মারক নং- বিডি-বিশেষ(২০২৬-০৫)/৬৪ এর বর্ণনা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডারের ১৬(১০) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পল্লী ও গ্রাম অঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেকার যুব ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ নীতিমালার আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংকটির অনুকূলে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি থাকা সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৳১,০০০(এক হাজার) কোটি টাকার প্রাক-অর্থায়ন (Pre-finance) তহবিল গঠন এবং উক্ত তহবিল হতে ব্যাংকটিকে ৪% সুদহারে ১০(দশ) বছর মেয়াদে ০৫(পাঁচ)টি সমান কিস্তিতে (প্রতি কিস্তি ৳২০০ কোটি) ঋণ প্রদান করা;

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বর্ণিত খাতে ঋণের সুদহার হবে সর্বোচ্চ ৯%;

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক এ স্কিম পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রদান করবে এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন বিবেচনায় গভর্নর মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ স্কিমের পরিমাণ, মেয়াদ, সুদহার ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে;

ঘ) আলোচ্য স্কিমের অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিল পরিচালনকারী বিভাগ কর্তৃক পর্ষদকে নিয়মিত অবহিত করতে হবে।

৪। এক্ষণে, কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থানের নিমিত্ত ৳১,০০০(এক হাজার) কোটি টাকার প্রাক-অর্থায়ন স্কিম গঠন ও এতদসম্পর্কিত খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে, যা অনুমোদিত হলে পত্র মারফত কর্মসংস্থান ব্যাংককে প্রেরণ করা যেতে পারে। এছাড়া, অনুমোদিত পত্রের অনুলিপি স্কিম পরিচালনাকারী বিভাগ হিসেবে কৃষি ঋণ বিভাগ-২-কে প্রেরণকরত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো যেতে পারে।

৫। খসড়া পত্রসহ সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

উপপরিচালক
(ফাহিমা সুলতানা; ফোনঃ ২০৫৮২ (অনুঃ))

যুগ্ম পরিচালক — (মুহম্মদ হাসান তারেক)

অতিরিক্ত পরিচালক — (মোহাম্মদ সালাউদ্দিন তপাদার)

পরিচালক (বিআরপিডি) — (গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)

নির্বাহী পরিচালক-২ — (মোঃ আশ্রাফুল আলম)

ডেপুটি গভর্নর-২ — (ড. মোঃ কবির আহাম্মদ)

গভর্নর

কৃষি ঋণ বিভাগ-২
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়

পরিচালক:

জরুরি ব্যবস্থা নিন	আলোচনা করুন	উপস্থাপন করুন	নথিভুক্ত করুন

অতিঃপরিঃ	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭

তারিখঃ
পরিচালক-বিআরপিডি

বিবেচ্যপত্র প্রাপ্তির তারিখ :
নিষ্পত্তির সময়সীমা :
উপস্থাপনের তারিখ :
নিষ্পত্তির তারিখ (নিষ্পত্তির পর পূরণ...)

HONOR 200 08/13/2026 11:15

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

সূত্র নং-বিআরপিডি(পি-১)/৬৬১/১৩(আরপিএফ)/২০২৬-৪৯৯০ তারিখ: ০৩ আগস্ট ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক
কর্মসংস্থান ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
১,রাজউক এভিনিউ
ঢাকা-১০০০।

প্রিয় মহোদয়,

বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে
<u>৳১০০০ (এক হাজার) কোটি প্রাক-অর্থায়ন ঋণ মঞ্জুরী প্রসঙ্গে</u>

শিরোনামোক্ত বিষয়ে আপনাদের ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের সুত্র নং-৫৩.১৭.০০০০.১২০.০২.০৫৭.২৪-৯২৪ এর প্রতি দৃষ্টি আর্কষণ করা যাচ্ছে।

২. সূত্রোক্ত পত্রের মাধ্যমে আপনাদের ব্যাংকের আবেদনের প্রেক্ষিতে পল্লী ও গ্রাম অঞ্চলের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত/বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেকার যুব ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ প্রদানের নিমিত্ত ৳১,০০০(এক হাজার) কোটি টাকার প্রাক-অর্থায়ন (Pre-finance) তহবিল গঠন ও এ তহবিলের আওতায় ঋণ নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পরিপালন সাপেক্ষে মঞ্জুর করা হলো:-

২.১. **তহবিলের নাম:** বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুকূলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রাক-অর্থায়ন তহবিল।

২.২. **তহবিলের পরিমাণ, উৎস ও ধরণ:** ৳১,০০০(এক হাজার) কোটি; বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস; প্রাক-অর্থায়ন তহবিল।

২.৩. **প্রাক-অর্থায়ন ঋণের মেয়াদ:** প্রথম কিস্তি ছাড়ের পর হতে ১০(দশ) বছর।

২.৪. **ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত:**

৳১,০০০ (এক হাজার) কোটি মূল ঋণ এবং এর উপর আরোপিতব্য সমুদয় সুদের বিপরীতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি দাখিল সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে হবে।

২.৫. **ঋণ চুক্তি সম্পাদন:**

প্রাক-অর্থায়ন (Pre-finance) ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করতে হবে।

২.৬. **তহবিল বরাদ্দ:**

মঞ্জুরীকৃত মোট ৳১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা ঋণ ০৫(পাঁচ)টি সমান কিস্তিতে অর্থাৎ প্রতি কিস্তিতে ৳২০০ কোটি প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি কিস্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা হবে।

চলমান পাতা/২

ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৫০৪৪৮, ৯৫৫৪৮৯৬, আইপি ঃ ৮৮-০২-৫৫৬৬৫০০১-৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৩০৪৭৯, Web : www.bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর হতে)

২.৭. ঋণের খাত:

এ প্রাক-অর্থায়ন তহবিল হতে গৃহীত অর্থ দ্বারা বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

২.৮. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচি" এর আওতায় যোগ্য গ্রাহকগণ এ তহবিলের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

২.৯. ঋণ বিতরণের শর্তাবলী:

(ক) গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি এবং মৎস্য চাষের জন্য তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণ করা যাবে;

(খ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকের সংশ্লিষ্ট খাতে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ/বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে কি না তা কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, ঋণগ্রহীতাদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে পরিবেশ উপযোগী আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোক্তা গ্রাহকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;

(ঘ) প্রস্তাবিত ঋণ দ্বারা স্থাপিতব্য প্রকল্প/খামারে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে আগ্রহী গ্রাহকগণকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়টি কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

(ঙ) খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ তহবিলের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না;

(চ) প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের মেয়াদকালে ব্যাংক তাদের গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় ঋণ সর্বোচ্চ সংখ্যকবার আবর্তন করবে।

২.১০. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণসীমা ও মেয়াদ:

(ক) তহবিলের আওতায় ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে একক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হবে ৳৪০(চল্লিশ) লক্ষ এবং গ্রুপভিত্তিক ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা হবে ৳৭৫(পঁচাত্তর) লক্ষ। সর্বোচ্চ ০৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর মেয়াদে ঋণ প্রদান করা যাবে। তবে, মৎস্য খামারের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৯ মাস এবং গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ১১ মাস নির্ধারণ করা যাবে;

(খ) আলোচ্য ঋণ দ্বারা স্থাপিতব্য খামার/প্রকল্পে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনে আগ্রহী সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণকে সোলার প্যানেল ক্রয় ও স্থাপন বাবদ অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অথবা মূল ঋণ বাবদ প্রদেয় অর্থের ৩০% (যেটি কম) পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে। সোলার প্যানেল স্থাপন বাবদ প্রদেয় ঋণের অর্থ কোনোক্রমেই ঋণগ্রহীতাকে প্রদান করা যাবে না। উক্ত অর্থ Vendor/সোলার প্যানেল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাবে সরাসরি প্রদান করতে হবে।

২.১১. ঋণের সুদহার:

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কর্মসংস্থান ব্যাংককে প্রদত্ত প্রাক-অর্থায়ন ঋণের সুদ হার হবে ৪%;

(খ) এ ঋণ চুক্তির আওতায় ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রাক-অর্থায়ন ঋণের অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে বা ব্যাংকের জন্য নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ২.১২) সুদসহ আসল পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের উপর অতিরিক্ত ২% হারে সুদসহ আদায় করা হবে;

চলমান পাতা/৩

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর হতে)

(গ) তহবিলের আওতায় বর্ণিত খাতে ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদহার হবে সর্বোচ্চ ৯%। মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের দন্ড সুদ সংক্রান্ত সার্কুলারের নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে। এছাড়াও, সুদ হিসাবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সার্কুলার প্রযোজ্য হবে।

২.১২. ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ পদ্ধতি:

(ক) মঞ্জুরীকৃত ঋণের প্রথম কিস্তি ছাড়ের তারিখ হতে প্রথম তিন বছরান্তে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ স্থিতির উপর শুধুমাত্র সুদ পরিশোধ করতে হবে;

(খ) চতুর্থ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর হতে ধারাবাহিকভাবে ৪র্থ ও ৫ম বছরান্তে প্রতি বছর ৳১২৫ কোটি আসল ও সুদ এবং ৬ষ্ঠ বছরান্ত হতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর ন্যূনতম ৳১৫০ কোটি আসল ও স্থিতির উপর বার্ষিক সুদ পরিশোধ করতে হবে;

(গ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ আদায়ের সাথে সকল দায়-দায়িত্ব কর্মসংস্থান ব্যাংকের উপর ন্যস্ত থাকবে। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না;

(ঘ) বর্ণিত পরিশোধসূচীটি টেবিল আকারে নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রম	বছর	প্রস্তাবিত ৳১,০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা ঋণ পরিশোধসূচী
১.	১ম বছরান্তে	সুদ
২.	২য় বছরান্তে	সুদ
৩.	৩য় বছরান্তে	সুদ
৪.	৪র্থ বছরান্তে	৳১২৫ কোটি আসল ও সুদ
৫.	৫ম বছরান্তে	৳১২৫ কোটি আসল ও সুদ
৬.	৬ষ্ঠ বছরান্তে	৳১৫০ কোটি আসল ও সুদ
৭.	৭ম বছরান্তে	৳১৫০ কোটি আসল ও সুদ
৮.	৮ম বছরান্তে	৳১৫০ কোটি আসল ও সুদ
৯.	৯ম বছরান্তে	৳১৫০ কোটি আসল ও সুদ
১০.	১০ম বছরান্তে	৳১৫০ কোটি আসল ও সুদ
	মোট পরিশোধ	৳১০০০ কোটি টাকা আসল ও সুদ

৩. **বিশেষ শর্তাবলী:**

(ক) কর্মসংস্থান ব্যাংকের ঋণ নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তিত নীতিমালার আলোকে এ তহবিলের আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

চলমান পাতা/৪

ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৫০৪৪৮, ৯৫৫৪৮৯৬, আইপি ঃ ৮৮-০২-৫৫৬৬৫০০১-৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৩০৪৭৯, Web : www.bb.org.bd

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর হতে)

(খ) যথাযথভাবে ঋণ বিতরণ, আদায়, পর্যাপ্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং নিশ্চিতকল্পে কর্মসংস্থান ব্যাংকে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মকর্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(গ) মৎস্য খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্থানীয় মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করবে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত মাছ চাষের পরামর্শপত্র অনুসারে ঋণের পরিমাণ, বিতরণকাল, ঋণের মেয়াদ ও পরিশোধসূচী নির্ধারণ করা যাবে। গবাদি পশু এবং পোল্ট্রি খাতে ঋণ প্রদানের জন্য ঋণের পরিমাণ ও মেয়াদ নিরূপণ এবং পরিশোধসূচী প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে তা কোনোক্রমেই অনুচ্ছেদ ২.১০ এ বর্ণিত সীমা ও মেয়াদ অতিক্রম করা যাবে না;

(গ) কোনো গ্রাহকের অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলে গঠিত কোনো অর্থায়ন স্কিমের আওতায় সমজাতীয় প্রদত্ত সুবিধা চলমান থাকলে, উক্ত ঋণ পরিশোধ ব্যতিরেকে গ্রাহক কর্মসংস্থান ব্যাংক হতে আলোচ্য প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না; এবং

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত তহবিলের আওতায় কর্মসংস্থান ব্যাংকের আলোচ্য ঋণ সংক্রান্ত তথ্য প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার জন্য ব্যাংকের ওয়েবসাইটসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইন্টারনেটে (ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদিতে) ধারাবাহিক প্রচারণা চালাতে হবে।

৪. **তহবিল ব্যবস্থাপনাঃ**

এ তহবিলের সামগ্রিক তদারকি/পরিচালনা/ব্যবস্থাপনার কাজ বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় এর কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক সম্পাদিত হবে। তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা দিতে পারবে এবং তহবিলের মেয়াদে বা মেয়াদ পরবর্তী যে কোনো সময় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার এখতিয়ার সংরক্ষণ করবে। কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক সময় সময় কর্মসংস্থান ব্যাংকের শাখা, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কার্যক্রম ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা হবে।

৫. **রিপোর্টিং ও মনিটরিংঃ**

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির পর প্রতি মাসে ঋণ বিতরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আদায়ের সমন্বিত বিবরণী কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এ দাখিল করতে হবে;

(খ) ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে যা ঋণ চুক্তি সম্পাদনকালে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করতে হবে;

(গ) অনুচ্ছেদ নং-৩ এ উল্লিখিত বিশেষ শর্তাবলীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়-এ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে।

চলমান পাতা/৫

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক
(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ-১

(পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর হতে)

৬. **ঋণ সংক্রান্ত অন্যান্য শর্তাদি:**

(ক) গ্রাহক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা কর্মসংস্থান ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে এবং প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) এ নীতিমালায় বর্ণিত শর্তাদি বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় পরিবর্তন/পরিমার্জন/সংশোধন/পরিবর্ধন/প্রতিস্থাপন করতে পারবে; এবং

(গ) তহবিলের শর্তাদির যথাযথ পরিপালন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের সক্ষমতা, ঋণের সদ্ব্যবহার ইত্যাদি পর্যালোচনান্তে তহবিলের মেয়াদপূর্তির পূর্বে যে কোনো সময় বাংলাদেশ ব্যাংক আলোচ্য তহবিল বাতিল/স্থগিতকরণ এবং তহবিল হতে আপনাদের ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত অর্থ এককালীন পরিশোধের নির্দেশনা প্রদানের এখতিয়ার সংরক্ষণ করবে।

৭. এ পত্রে বর্ণিত শর্তাবলী পরিপালনপূর্বক আলোচ্য প্রাক-অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক হলে আগামী ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আপনাদের Letter of Intent প্রেরণ করতে হবে।

৮. এতদ্ব্যতীত, এ পত্রের অনুচ্ছেদ নং-২.৪ এ বর্ণিত গ্যারান্টি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে গ্রহণপূর্বক কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এ দাখিল করা সাপেক্ষে আলোচ্য ঋণের বিষয়ে উক্ত বিভাগ কর্তৃক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্বা/-
(গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোনঃ ৯৫৩০২৫২

সূত্র নং-বিআরপিডি-১/পি/৬৬১/আরপিএফ/২০২৬-৫০০১ তারিখ: ০৩ আগস্ট ২০২৬

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

পরিচালক (কৃষি ঋণ বিভাগ-২)
কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়।

(গাজী মোঃ মাহফুজুল ইসলাম)
পরিচালক (বিআরপিডি)

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

২২ আষাঢ় ১৪৩৩

এসিডি-১ সার্কুলার নংঃ ০২ তারিখ: ----------------

০৬ জুলাই ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা।

বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনসহ সামগ্রিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। উত্তরবঙ্গ (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ) দেশের অন্যতম প্রধান কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃত। তবে, এ অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের আধুনিক ফসল-উত্তর ব্যবস্থাপনা (Post-harvest Management) ও বাজারজাতকরণ অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা, বিশেষায়িত হিমাগারের অভাব, অপর্যাপ্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) এ সরাসরি প্রবেশের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হচ্ছে না, যা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উত্তরবঙ্গের কৃষিপণ্য উৎপাদন পর্যায় হতে সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি পর্যন্ত সম্পূর্ণ কৃষি মূল্য শৃঙ্খল (Agri Value Chain)-কে কার্যকর ও গতিশীল করার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্যে গঠিত তহবিল হতে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন তহবিল গঠন করা হলো।

বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহের জন্য প্রযোজ্য এ পুনঃ অর্থায়ন তহবিলটির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশাবলী অনুসৃত হবে:

২. **তহবিলের নাম:** "দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল"।

৩. **তহবিলের উদ্দেশ্য:** তহবিলের উদ্দেশ্য হবে দেশের উত্তরবঙ্গে–

ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;
খ) কৃষিপণ্যের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
গ) কৃষিভিত্তিক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (CMSME) এবং কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতের বিকাশে সহায়তা প্রদান;
ঘ) রপ্তানিযোগ্য কৃষিপণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সরবরাহ শৃঙ্খল (Supply Chain) উন্নয়ন; এবং
ঙ) গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান।

চলমান পাতা-২

৪. **তহবিলের পরিমাণ:** ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকা।

৫. **তহবিলের উৎস:** বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় তফসিলি ব্যাংকসমূহের উদ্বৃত্ত তারল্যে গঠিত তহবিল।

৬. **তহবিলের মেয়াদ:** সার্কুলার জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বৎসর।

৭. **তহবিল ব্যবহারের ভৌগোলিক সীমানা:** এ তহবিলের সুবিধা দেশের উত্তরবঙ্গের (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ) জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৮. **ঋণ/বিনিয়োগ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিলের ব্যবস্থাপনা:**

ক) বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ তহবিলের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত তহবিলটি কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক পরিচালিত হবে এবং কৃষি ঋণ বিভাগ-২ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। তহবিল হতে তফসিলি ব্যাংকের ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণ এবং তার বিপরীতে পরিশোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করবে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

গ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পেশকৃত পুনঃ অর্থায়ন দাবি পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃ অর্থায়ন করা হবে।

ঘ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ এ তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর নিকট নির্ধারিত ছকে (সংযুক্ত ছক-২) পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুনঃ অর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিলে ব্যর্থ হলে বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে; অন্যথায় উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ এ তহবিলের আওতায় পুনঃ অর্থায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৯. **খাতভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ ও ঋণ/বিনিয়োগের খাতসমূহ:** অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ নিম্নোক্ত ৪ (চার)টি মূল খাতে নির্ধারিত শতকরা হারে বিতরণ করতে পারবে:

ক) কৃষি উৎপাদন খাত [বরাদ্দ: ১৫% (পনেরো শতাংশ)]: এ খাতের আওতায় বিদ্যমান বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি অনুসরণপূর্বক এর আওতাভুক্ত সকল প্রকার শস্য-ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাত অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

খ) কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো খাত [বরাদ্দ: ৩৫% (পঁয়ত্রিশ শতাংশ)]: এ খাতের আওতায় কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, কৃষি-সংশ্লিষ্ট আধুনিক ও পরিবেশ-বান্ধব হিমাগার, আধুনিক বীজ সংরক্ষণাগার, গুদামঘর, খাদ্যশস্য সংরক্ষণাগার (Silo) স্থাপন ও আধুনিকায়ন/সংস্কার, শীতল/হিমায়িত সরবরাহ শৃঙ্খল (Cold Chain Logistics) এবং চলতি মূলধন (Working Capital) সরবরাহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ) কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত [বরাদ্দ: ৩৫% (পঁয়ত্রিশ শতাংশ)]: এ খাতের আওতায় "সংযুক্ত ছক-১" এ অর্ন্তভুক্ত কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন, কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন ও আধুনিকায়ন/সংস্কার এবং চলতি মূলধন (Working Capital) সরবরাহ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ঘ) কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি খাত [বরাদ্দ: ১৫% (পনেরো শতাংশ)]: এ খাতের আওতায় কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি বা রপ্তানি প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

চলমান পাতা-৩

ঙ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পূর্বানুমোদনক্রমে ব্যাংকসমূহ উক্ত ৪টি মূল খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা হার (Percentage) বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে।

চ) উপরিউক্ত অনুচ্ছেদ ৯(ক-ঘ) তে বর্ণিত খাতের বাইরে উত্তরবঙ্গে যে কোনো কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এবং পরিবেশ-বান্ধব ও অপ্রচলিত যে কোনো কৃষিপণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এ তহবিলের মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর পূর্বানুমোদনক্রমে তা এ তহবিলের আওতায় অর্থায়নযোগ্য হবে।

১০. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ এর সর্বোচ্চ সীমা: একক ব্যক্তি, দলবদ্ধভাবে (Group Lending) এবং প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা হবে নিম্নরূপ:

ক) কৃষি উৎপাদন খাতের জন্য: ৩০.০০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা।

খ) কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো খাতের জন্য: ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা।

গ) কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতের জন্য: ৪০.০০ (চল্লিশ) কোটি টাকা।

ঘ) কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি খাতের জন্য: সর্বোচ্চ ১৫.০০ (পনেরো) কোটি টাকা।

ঙ) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাস্তবতার নিরিখে গ্রাহকের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহ নিজস্ব বিবেচনায় ঋণের সীমা সর্বোচ্চ ২০% (বিশ শতাংশ) বৃদ্ধি/হ্রাস করতে পারবে।

১১. সুদ/মুনাফার হার:

ক) এ তহবিলের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪% (চার শতাংশ) সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯% (নয় শতাংশ)। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে; তবে ৯% এর অধিক হবে না। উক্ত সুদ/মুনাফার হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

১২. ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

ক) গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত/প্রকল্প বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ৯(ক) খাতে ০৩ (তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮ (আঠারো) মাস এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮ (আঠারো) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৪% হারে) বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত/প্রকল্প বিবেচনায় অনুচ্ছেদ ৯(খ-ঘ) খাতে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৩৬ (ছত্রিশ) মাস এবং অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৪% হারে) বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করবে।

১৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃ অর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি:

ক) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবর আবেদন করবে:

চলমান পাতা-৪

⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

⇒ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর দাবি সংক্রান্ত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২);

⇒ ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);

⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১৪. পরিশোধ পদ্ধতি:

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ গৃহীত আসলের সমুদয় অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক-কে পরিশোধ করতে হবে।

খ) গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

গ) তহবিলের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) এ তহবিলের আওতায় প্রদত্ত অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৯% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

১৫. রিপোর্টিং ও মনিটরিং:

ক) এ তহবিলের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ/বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-৩) কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এ মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।

গ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকমূহের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাই এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

ঙ) এ পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ব্যাংকসমূহ ৯(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করলে তা তাদের বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এবং ৯(খ-ঘ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ করলে তা তাদের বার্ষিক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (CMSME) ঋণ/বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে পারবে।

১৬. অন্যান্য শর্তাবলি:

ক) পুনঃ অর্থায়ন তহবিলের আওতায় ৯% সুদ/মুনাফা হারে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংক শাখার অভ্যন্তরে এবং বাইরে (সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) ব্যানার স্থাপন করতে হবে এবং বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে এই রেয়াতি ঋণ সুবিধার প্রচার-প্রচারণা করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করবে এবং ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

গ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি এবং কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (CMSME) অর্থায়ন নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন-জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণগ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

চলমান পাতা-৫

ঘ) ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থাৎ নিজস্ব শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং এবং দলবদ্ধভাবে (Group Lending) সরাসরি গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) নারী ও প্রান্তিক কৃষকদের অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমনঃ ব্যক্তিগত, সামাজিক বা দলগত জামানত) ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাংক বিবেচনা করতে পারবে।

চ) Credit Information Bureau (CIB)-তে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত ঋণগ্রহীতাগণ আলোচ্য তহবিলের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবে না।

ছ) এ তহবিলের আওতাভুক্ত ঋণ/বিনিয়োগসমূহ সম্পূর্ণ 'নতুন ঋণ' (Fresh Disbursement) হিসেবে মাঠপর্যায়ে বিতরণ করতে হবে।

জ) গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনোভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ সমন্বয়ের জন্য, মন্দ বা নিয়মিত চলমান মেয়াদি/চলতি মূলধন ঋণের হিসাব আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় (Adjustment) বা পুনঃতফসিলিকরণের (Rescheduling) জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

ঝ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত শিডিউল অব চার্জেস সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালায় বর্ণিত চার্জ/ফি ব্যতিরেকে গ্রাহকের নিকট হতে অন্য কোনো ধরনের চার্জ বা ফি আদায় করা যাবে না।

ঞ) ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যাংকের ইসলামিক ব্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অনুমোদিত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ উপর্যুক্ত শর্তাদির ব্যত্যয় না করে স্বীয় অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতির ভিত্তিতে এ তহবিলের আওতায় গ্রাহকের অনুকূলে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারবে।

ট) আলোচ্য পুনঃ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃ অর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরিউক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃ অর্থায়ন তহবিলে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারির পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সংযোজনী: ৩ (তিন) পাতা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবাশীষ সরকার)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ইমেইলঃ debashish.sarker@bb.org.bd

সংযুক্ত ছক-১

কৃষিভিত্তিক শিল্প, কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও কৃষিপণ্য/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প তালিকা

১. প্রক্রিয়াজাতকরণকৃত ফলজাত খাদ্য (জ্যাম, জেলি, জুস, আচার, শরবত, সিরাপ, সস ইত্যাদি);
২. ফল (টমেটো, আম, পেয়ারা, আখ, কাঁঠাল, লিচু, আনারস, নারিকেল ইত্যাদি), শাক-সবজি, ডাল প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
৩. ব্রেড এন্ড বিস্কুট, সেমাই, লাচ্ছা, চানাচুর, নুডুলস্ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
৪. চাল, আটা, ময়দা, সুজি প্রস্তুতকরণ;
৫. স্বয়ংক্রিয় চাল কল (অটো রাইস মিল);
৬. মাশরুম ও স্পাইরুলিনা (Spirulina) প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
৭. স্টার্চ, গ্লুকোজ, ডেক্সট্রোজ এবং অন্যান্য স্টার্চ পণ্য উৎপাদন, ভুট্টা প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
৮. দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ; (দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ-Pasturization, গুড়োদুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টি, পনির, মাখন, ঘি, চকোলেট, দধি ইত্যাদি);
৯. আলু থেকে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য (চিপস্, পটেটো, ফ্লেক্স, স্টার্চ ইত্যাদি) উৎপাদন;
১০. বিভিন্ন গুড়ো মসলা উৎপাদন;
১১. ভোজ্য তেল পরিশোধন ও হাইড্রোজিনেশন;
১২. লবণ প্রক্রিয়াজাতকরণ;
১৩. চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও হিমায়িতকরণ;
১৪. হারবাল ও ভেষজ প্রসাধনী (Cosmetics) প্রস্তুতকরণ;
১৫. ইউনানি আয়ুর্বেদিক ঔষধ প্রস্তুতকরণ;
১৬. হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু এবং মাছের জন্য সুষম খাদ্য প্রস্তুতকরণ;
১৭. বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ;
১৮. পাটজাত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেমন- দড়ি, সুতা, টোয়াইন, চট, থলে, কার্পেট, পাটের স্যান্ডেল প্রভৃতি)
১৯. রেশম সুতা ও রেশম বস্ত্র উৎপাদন;
২০. কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক শিল্প;
২১. মুড়ি, চিড়া, খৈ ইত্যাদি প্রস্তুতকরণ;
২২. চা প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
২৩. নারিকেল তেল প্রস্তুতকরণ (যদি দেশীয় নারিকেল থেকে সংগৃহীত copra ব্যবহার করা হয়);
২৪. রাবার টেপ, লাক্ষা প্রক্রিয়াজাতকরণ;
২৫. কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত-সংশ্লিষ্ট জৈব প্রযুক্তি ভিত্তিক পণ্য, ভ্যাকসিন ও ঔষধ উৎপাদন;
২৬. কাঠ, বাঁশ ও বেতের আসবাব তৈরি/উৎপাদন;
২৭. ফুল সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ;
২৮. মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ;
২৯. জৈব সার, মিশ্র সার, গুটি ইউরিয়া ইত্যাদি উৎপাদন;
৩০. বায়োপেস্টিসাইড, নিম উৎপাদিত পেস্টিসাইড ইত্যাদি উৎপাদন;
৩১. মৌমাছি চাষ/মধু উৎপাদন;
৩২. পার্টিকেল বোর্ড উৎপাদন;
৩৩. চিনি ও অন্যান্য মিষ্টিকারক পণ্য উৎপাদন (খেজুরের রস, আখের রস প্রভৃতি প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ);
৩৪. সয়াফুড উৎপাদন ও সয়াবিন প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ;
৩৫. সরিষা তেল প্রস্তুতকারী শিল্প (যদি দেশীয় সরিষা ব্যবহৃত হয়);
৩৬. রাইস ব্রান ওয়েল উৎপাদন;
৩৭. রাবারজাত দ্রব্যাদি তৈরির প্রকল্প;
৩৮. বীজ শিল্প (Seed Industry);
৩৯. দুগ্ধজাত ও পোল্ট্রিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ;
৪০. হর্টিকালচার, ফ্লোরিকালচার পণ্য প্রক্রিয়াকরণ/প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ (লেবু, মাশরুম, পান, মধু ইত্যাদি এ শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে)।

সংযুক্ত ছক-২

দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল এর আওতায়

পুনঃ অর্থায়ন দাবি সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:

মাসের নাম:

অর্থবছর:

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	শাখার নাম	গ্রাহকের নাম ও মোবাইল	বিভাগ ও জেলা	ঋণ/বিনিয়োগের খাত	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ	গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার (%)	ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের বিপরীতে দাবিকৃত পুনঃ অর্থায়নের পরিমাণ
১									
২									
মোট পরিমাণ:									

সংযুক্ত ছক-৩

দেশের উত্তরবঙ্গে কৃষিভিত্তিক বিশেষ অর্থনৈতিক কেন্দ্র সৃষ্টির লক্ষ্যে ৩,০০০ (তিন হাজার) কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন তহবিল এর আওতায় ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভূত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:

বিবরণীর সময়কাল : --/--/-- হতে --/--/-- পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

শাখার নাম	বিভাগ ও জেলা	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	ক) কৃষি উৎপাদন খাত		খ) কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বাজারজাতকরণ ও অবকাঠামো খাত		গ) কৃষিজাত/কৃষিভিত্তিক পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত		ঘ) কৃষিপণ্য ও কৃষিভিত্তিক পণ্যের রপ্তানি খাত		বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের মোট পরিমাণ	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত মোট গ্রাহকের সংখ্যা	বরাদ্দের তুলনায় ঋণ বিতরণ/বিনিয়োগের হার (%)
				বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত গ্রাহকের সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত গ্রাহকের সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত গ্রাহকের সংখ্যা	বিতরণকৃত ঋণ/ বিনিয়োগের পরিমাণ	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত গ্রাহকের সংখ্যা			
সর্বমোট														

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি সার্কুলার নং-০১

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ০৮ জুন ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০,০০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ সর্বোপরি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এমনকি পরিবেশ বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায়ও কৃষির ভূমিকা অপরিসীম। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের বিস্তৃত গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। উক্ত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পল্লী অঞ্চলে আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকার একটি পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। উক্ত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম পরিচালনায় নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসৃত হবে:

১. **স্কিমের নাম :** *দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য পুনঃ অর্থায়ন স্কিম।*

২. **স্কিমের আওতায় তহবিলের পরিমাণ :** ১০,০০০ (দশ হাজার) কোটি টাকা, আবর্তনযোগ্য (Revolving)।

৩. **উৎস :** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল।

৪. **স্কিমের মেয়াদ :** এ স্কিমের মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর।

৫. **স্কিমের ব্যবস্থাপনা :**

ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক উক্ত স্কিমটি পরিচালিত হবে এবং এ লক্ষ্যে উক্ত বিভাগ প্রয়োজনীয় শর্ত/বিধি অনুসরণের নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে। স্কিম হতে তফসিলি ব্যাংকের ঋণ গ্রহণ এবং তার বিপরীতে পরিশোধ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়/প্রিন্সিপাল অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে।

খ) ব্যাংকসমূহের অনুকূলে এ স্কিমের মেয়াদকালীন সময়ে বাৎসরিক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রতি বছর গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ করবে।

গ) এই পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ ব্যাংকসমূহ তাদের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ হিসেবে প্রদর্শন করতে পারবে।

ঘ) স্কিমের মেয়াদ শেষ না হওয়া অবধি আবর্তনযোগ্য এ স্কিমের তহবিল আলাদা একটি হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের সাথে অর্থ লেনদেন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৬. **ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও তহবিল বরাদ্দ :**

ক) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত ব্যাংকসমূহ, কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর সাথে একটি অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করে এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

খ) অংশগ্রহণ চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যাংকসমূহের চাহিদা, বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন (Performance), ঋণ বিতরণের সক্ষমতা ইত্যাদির ভিত্তিতে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ কর্তৃক ব্যাংকসমূহের অনুকূলে তহবিল বরাদ্দ করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক পরবর্তীতে প্রয়োজনবোধে বরাদ্দকৃত তহবিলের পরিমাণ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে।

গ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক পেশকৃত পুনঃ অর্থায়ন দাবী পর্যালোচনাপূর্বক পর্যায়ক্রমে বরাদ্দকৃত তহবিলের সমপরিমাণ অর্থ পুনঃ অর্থায়ন করা হবে।

ঘ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নির্ধারিত ছকে (**সংযুক্ত ছক-১**) পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পুনঃ অর্থায়নের আবেদনপত্র দাখিল করবে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন দাখিলে ব্যর্থ হলে বিলম্বের কারণ উল্লেখসহ তদ্‌পরবর্তী সর্বোচ্চ ২ (দুই) মাসের মধ্যে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে; অন্যথায় উক্ত ঋণ/বিনিয়োগ এ স্কিমের আওতায় পুনঃ অর্থায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।

৭. **কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ:**

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে নিজস্ব নেটওয়ার্ক অর্থাৎ ব্যাংকের শাখা, উপশাখা, এজেন্ট ব্যাংকিং, কন্ট্রাক্ট ফার্মিং, দলবদ্ধভাবে (Group Lending), কোনো কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে এজেন্ট/ইন্টারমিডিয়ারি নিয়োগ প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

খ) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষিদের অনুকূলে শস্য ও ফসল চাষের জন্য এককভাবে জামানতবিহীন [শুধুমাত্র শস্য-ফসল দায়বদ্ধকরণের (Crops Hypothecation) বিপরীতে] সর্বোচ্চ ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করা যাবে।

গ) শস্য ও ফসল খাতে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৫ একর জমিতে চাষাবাদের ক্ষেত্রে শস্য-ফসল দায়বদ্ধকরণের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা যাবে। উল্লিখিত পরিমাণের চেয়ে বৃহদায়তন জমিতে চাষাবাদের জন্য কৃষি ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংক নিজেদের ঋণ/বিনিয়োগ নিয়মাচার ও প্রচলিত শর্তানুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ আবেদন বিবেচনা করতে পারবে এবং কৃষি ও পল্লী ঋণ/বিনিয়োগ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে জামানত গ্রহণ করা বা না করার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান জামানত গ্রহণ সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংক-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে।

ঘ) পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটির আওতায় যাতে অধিক সংখ্যক প্রকৃত/প্রান্তিক কৃষক সুবিধা পায় সে লক্ষ্যে একজন গ্রাহকের অনুকূলে নতুন ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা শস্য-ফসল খাতে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা, আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে ১৫(পনেরো) লক্ষ টাকা, কৃষি যন্ত্রপাতি খাতে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ১ (এক) কোটি টাকা হবে।

ঙ) নারী ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য যথাসময়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের নিমিত্ত অর্থায়ন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রচলিত জমি বা স্থাবর সম্পত্তির পরিবর্তে বিকল্প জামানত (যেমনঃ ব্যক্তিগত/সামাজিক/দলগত জামানত ইত্যাদি) ব্যবহার (সিএসএমই ঋণ/বিনিয়োগের অনুরূপ) করা যাবে।

চ) এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগ কোনভাবেই গ্রাহকের পুরাতন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

ছ) কোনো কৃষক/গ্রাহক কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপি হলে তিনি এ স্কিমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তাছাড়া, একজন কৃষক/গ্রাহক সর্বোচ্চ ৩ (তিন) বারের জন্য আলোচ্য স্কিমের সুবিধা পাবেন।

জ) কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালায় উল্লেখিত ঋণ নিয়মাচার অনুযায়ী কৃষকদের অনুকূলে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে ২০% হ্রাস/বৃদ্ধিসহ) করতে হবে।

৮. সুদ/মুনাফা হার :

ক) এ স্কিমের আওতায় অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ৪% সুদ/মুনাফা হারে পুনঃ অর্থায়ন সুবিধা পাবে।

খ) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফা হার হবে সর্বোচ্চ ৮% (সরল সুদ হারে)। শরীয়াহ্ ভিত্তিক অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে আদায়কৃত মুনাফার হার শরীয়াহ্ অনুমোদিত বিনিয়োগ নীতিমালার আওতায় নির্ধারণ করতে হবে; তবে তা ৮% এর অধিক হবে না। উক্ত সুদ/মুনাফা হার সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ঋণ/বিনিয়োগের ক্রমহ্রাসমান স্থিতির উপর সুদ/মুনাফা আরোপ করতে হবে।

৯. ঋণ/বিনিয়োগের খাতসমূহ : বিদ্যমান বার্ষিক কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালার আওতাভুক্ত সকল প্রকার শস্য-ফসল, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি খাত এবং আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ খাতে এ স্কিমের আওতায় ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করা যাবে।

১০. ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ :

ক) কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাত বিবেচনায় ০৩(তিন) মাস গ্রেস পিরিয়ডসহ বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ১৮(আঠারো) মাস।

খ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ পুনঃ অর্থায়ন গ্রহণের তারিখ হতে অনধিক ১৮(আঠারো) মাসের মধ্যে আসল এবং সুদ/মুনাফা (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ৪% সুদ/মুনাফা হারে) পরিশোধ করবে।

গ) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পুনঃ অর্থায়ন স্কিমটির মেয়াদকালীন সময়ে আবর্তনযোগ্য (revolving) অর্থাৎ ব্যাংকের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সমপরিমাণ অর্থ প্রতি বছরের জন্য আবর্তনযোগ্য হবে।

১১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট পুনঃ অর্থায়ন আবেদন পদ্ধতি :

ক) কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ শুরু করার পর অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহকে মাসিক ভিত্তিতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে।

খ) সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংক কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্রসহ পরিচালক (এসিডি), কৃষি ঋণ বিভাগ-২, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয় বরাবর আবেদন করবে:

⇒ প্রকৃত বিতরণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র;

⇒ বিতরণকৃত ঋণের সমন্বিত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-১);

⇒ ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতিপত্র (ডিপি নোট);

⇒ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য।

১২. পরিশোধ পদ্ধতি :

ক) অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ নির্ধারিত মেয়াদপূর্তির মধ্যেই সুদ/মুনাফাসহ বাংলাদেশ ব্যাংককে পরিশোধ করতে হবে।

খ) কৃষক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সকল দায়-দায়িত্ব বিতরণকারী ব্যাংকের ওপর ন্যস্ত থাকবে। এক্ষেত্রে ঋণ/বিনিয়োগ আদায়ের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনাকে সম্পর্কিত করা যাবে না।

গ) স্কিমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের বকেয়া নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধিত না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী ব্যাংকের চলতি হিসাব বিকলন করে তা আদায়/সমন্বয় করা হবে।

ঘ) স্কিমের আওতায় প্রদত্ত অর্থ বা এর কোনো অংশের সদ্ব্যবহার হয়নি মর্মে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট প্রতীয়মান হলে এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ৮% এর অধিক সুদ/মুনাফা আদায় করা হলে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সে পরিমাণ অর্থের ওপর নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ২% হারে সুদ/মুনাফা ধার্যপূর্বক এককালীন আদায় করা হবে।

১৩. রিপোর্টিং ও মনিটরিং :

ক) এ স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত প্রতিটি ঋণ বা বিনিয়োগের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে পুনঃ অর্থায়ন প্রাপ্তির পর নিবিড় মনিটরিং এর লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের পুঞ্জিভূত বিবরণী (সংযুক্ত ছক-২) বাংলাদেশ ব্যাংক এর কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এ মাসিক ভিত্তিতে (মাস সমাপনান্তে ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে) দাখিল করতে হবে।

গ) কৃষক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে অংশগ্রহণকারী ব্যাংকমূহের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণ, আদায় ও সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরেজমিন পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাই এর মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ঋণের সদ্ব্যবহার মনিটরিং এবং মূল্যায়ন করা হবে।

১৪. ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রচারণা ও কৃষক নির্বাচন:

ক) পুনঃ অর্থায়ন স্কিমের আওতায় ৮% সুদ/মুনাফা হারে কৃষক পর্যায়ে ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি উল্লেখ করে ব্যাংক শাখার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে (সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে) ব্যানার স্থাপন করতে হবে।

খ) এ স্কিমের আওতায় কৃষকদেরকে ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফসল চাষের মৌসুম শুরু হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার মাধ্যমে বিশেষ ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ) প্রকৃত কৃষক চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি সম্প্রসারণ, মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কিংবা সরকারের কৃষক কার্ড সংক্রান্ত তথ্যের সহায়তা গ্রহণ করা যাবে।

১৫. অন্যান্য শর্তাবলী :

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট হতে তহবিলের প্রাপ্যতা সীমা বিবেচনা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগ করবে এবং ঋণ বিতরণ বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ করবে।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত এবং বর্তমানে অনুসৃত কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালাসহ অন্যান্য নীতিমালা যেমন-জামানত, আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা নিরূপণ, ঋণ বিতরণ, ঋণের সদ্ব্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়া যথারীতি অনুসৃত হবে।

গ) আলোচ্য পুনঃ অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে অংশগ্রহণকারী ব্যাংক প্রয়োজনীয় তথ্য, কাগজপত্র এবং দলিলাদির কপি সরবরাহ করবে। পুনঃ অর্থায়ন সংক্রান্ত উল্লিখিত নীতিমালার শর্তাদির বিষয়ে সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করতে পারবে।

উপরিউক্ত নীতিমালা ও শর্তাদি অনুসরণপূর্বক এ পুনঃ অর্থায়ন স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকসমূহকে এ সার্কুলার জারির পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে কৃষি ঋণ বিভাগ-২ এর সাথে অংশগ্রহণ চুক্তি (Participation Agreement) সম্পাদন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

সংযোজনী: ২ (দুই) পাতা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবাশীষ সরকার)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ইমেইল: debashish.sarker@bb.org.bd

সংযুক্ত ছক-১

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য গঠিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এর আওতায় পুনঃ অর্থায়ন দাবী সংক্রান্ত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:
মাসের নাম:
অর্থবছর:

(কোটি টাকায়)

শাখার নাম	কৃষক/গ্রাহকের নাম এবং মোবাইল নম্বর	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর পরিমাণ	কৃষক/গ্রাহক পর্যায়ে সুদ/মুনাফার হার	ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের তারিখ	ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ	ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের খাত	বিতরণকৃত ঋণ বা বিনিয়োগের বিপরীতে দাবীকৃত পুনঃ অর্থায়নের পরিমাণ
মোট পরিমাণ							

সংযুক্ত ছক-২

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী খাতের জন্য গঠিত পুনঃ অর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ঋণ বিতরণের পুঞ্জিভুত বিবরণী (মাসিক ভিত্তিক)

ব্যাংকের নাম:
বিবরণীর সময়কাল: -- / -- / ---- তারিখ পর্যন্ত

(লক্ষ টাকায়)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	শাখার নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	অনুমোদিত ঋণ/ বিনিয়োগ এর পরিমাণ	বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ						বরাদ্দের তুলনায় ঋণ বিতরণ/ বিনিয়োগের হার (%)	ঋণ/ বিনিয়োগ প্রাপ্ত বর্গাচাষির সংখ্যা	ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্ত কৃষক/গ্রাহকের সংখ্যা		
					শস্য-ফসল	মৎস্য	প্রাণিসম্পদ	কৃষি যন্ত্রপাতি	আয় উৎসারী কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য পল্লী ঋণ	মোট			মহিলা	পুরুষ	মোট
সর্বমোট															

৫০১১৯

বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)

প্রধান কার্যালয়

মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

কৃষি ঋণ বিভাগ-১

এসিডি সার্কুলার লেটার নং-০১

তারিখ: ১৪ আষাঢ় ১৪৩৩ / ২৮ জুন ২০২৬

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক।

প্রিয় মহোদয়,

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পল্লী অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০,০০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কিম গঠন ও পরিচালনার নীতিমালা প্রসঙ্গে।

শীর্ষোক্ত বিষয়ে এ বিভাগের এসিডি সার্কুলার নং-০১, তারিখ: ০৮ জুন ২০২৬ এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

উক্ত সার্কুলারের ৩ নং ও ৪ নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপন করা হলো:

১। অনুচ্ছেদ ৩. **তহবিলের উৎস:** বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় তফসিলি ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তারল্যে গঠিত তহবিল।

২। অনুচ্ছেদ ৪. **স্কিমের মেয়াদ:** সার্কুলার জারির তারিখ হতে ০৩ (তিন) বৎসর।

এতদ্ব্যতীত, উল্লিখিত সার্কুলারের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

এই নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(দেবাশীষ সরকার)
পরিচালক (এসিডি-১)
আইপি: ০২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০১৭০
ই-মেইল: debashish.sarker@bb.org.bd